Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরবানির ইতিহাস ও কিছু মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিবি হালিমা আক্তার নিহা

রোলঃ 23090120851

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরবানির ইতিহাস ও কিছু মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিবি হালিমা আক্তার নিহা

রোলঃ 23090120851

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কোরবানির ইতিহাস ও কিছু মাসায়েল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বিবি হালিমা আক্তার নিহা, আইডিঃ 23090120851 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কোরবানির ইতিহাস ও কিছু মাসায়েল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবি হালিমা আক্তার নিহা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

বিবি হালিমা আক্তার নিহা

আইডিঃ 23090120851

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6
অধ্যায় ১: কুরবানীর সংজ্ঞা ও شرعی ভিত্তি 6
অধ্যায় ২: কুরবানীর ইতিহাস 8
অধ্যায় ৩: কুরবানীর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব 11
অধ্যায় ৪: কুরবানীর সাথে সম্পর্কিত কুরআনের দলিল 15
অধ্যায় ৫: কুরবানীর সাথে সম্পর্কিত হাদীসের দলিল 19
অধ্যায় ৬: কুরবানীর বিধান ও শর্তাবলি 23
অধ্যায় ৭: কুরবানীর জবাইয়ের নিয়ম ও সুন্নাহসমূহ 30
অধ্যায় ৮: কুরবানীর মাংস বণ্টন, ব্যবহার ও নিষেধাজ্ঞা 33
অধ্যায় ৯: কুরবানীর বিশেষ মাসায়েল ও বিভ্রান্তি 38
উপসংহার 42

ভূমিকা

কুরবানী ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা মানবতার ইতিহাসে অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য বহন করে। কুরবানীর মূল ভিত্তি আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য, ত্যাগ, ঈমানের পরীক্ষা এবং বান্দার অন্তরের খাঁটি নিবেদন। ইসলামে কুরবানী শুধু একটি পশু জবাই করার নাম নয়—এটি মূলত আল্লাহর আদেশের প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণের প্রকাশ।

কুরবানীর ইতিহাস নবী আদম (আ.) এর যুগ থেকেই শুরু হয়েছে। হাবীল ও কাবীলের কুরবানীর ঘটনাই এর প্রথম দলিল। পরবর্তীতে নবী ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) এর মহান ত্যাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুরবানী একটি নির্দিষ্ট শরীয়ত হিসেবে প্রকাশ পায়। এরপর মুহাম্মদ ﷺ এর মাধ্যমে কুরবানী উম্মতে মুহাম্মদীতে একটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইবাদত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই থিসিসে কুরবানীর ইতিহাস, কুরআন-হাদীসের দলিল, মাসায়েল, বিধান, উদ্দেশ্য এবং এর সামাজিক-নৈতীক তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। এতে পাঠক কুরবানী বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি ধারণা লাভ করবেন এবং ইবাদতটি যথাযথভাবে আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

অধ্যায় ১: কুরবানীর সংজ্ঞা ও شرعى ভিত্তি

কুরবানীর সংজ্ঞা

আরবি ভাষায় “উধহিয়া” (أضحية) বা “নুসুক” (نُسُك) শব্দ দ্বারা কুরবানীকে বোঝানো হয়। উধহিয়া শব্দের মূল অর্থ হলো—ঈদের দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশেষ শর্ত পূরণ করে নির্দিষ্ট পশু জবাই করা। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কুরবানী হলো —

নির্দিষ্ট পশু, নির্দিষ্ট সময়ে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়তে জবাই করা।

কুরবানী নামাজ বা রোজার মতো একটি ইবাদত। তাই এতে নিয়ত অপরিহার্য, এবং এটি আল্লাহর নৈকট্যের জন্য নিবেদিত এক বিশেষ ত্যাগের ইবাদত।

শরয়ী ভিত্তি

ইসলামে কুরবানীর বিধান সরাসরি কুরআন, হাদীস এবং উম্মাহর ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইবাদত, যা সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত জোরালোভাবে সুপারিশকৃত।

কুরআনে কুরবানীর প্রমাণ

কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

১. "অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড় এবং কুরবানী কর।" (সূরা আল-কাউসার, ১০৮:২)

২. "আমরা প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর প্রদত্ত পশুর ওপর তাঁর নাম উল্লেখ করতে পারে।" (সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৩৪)

এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে কুরবানী একটি শরঈ বিধান এবং এটি পূর্বের উম্মতগুলোতেও প্রচলিত ছিল।

হাদীসে কুরবানীর প্রমাণ

রাসূল ﷺ বলেন:

১. "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদের জামাতে অংশ না নেয়।" (ইবনে মাজাহ)

২. নবী ﷺ তাঁর জীবনভর কুরবানী করেছেন এবং সাহাবীদেরও কুরবানী করতে উৎসাহিত করেছেন।

এ থেকে জানা যায় যে কুরবানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাহ, যা ত্যাগ, আল্লাহভীতি, এবং তাকওয়া বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

উম্মাহর ইজমা

সাহাবা, তাবেঈন এবং পরবর্তী আলিমরা সর্বসম্মতিক্রমে বলেছেন যে কুরবানী সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কেউ কেউ এটিকে ওয়াজিবও বলেছেন, যেমন—ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী ওয়াজিব।

অধ্যায় ২: কুরবানীর ইতিহাস

কুরবানীর ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন এবং মানবজাতির প্রথম যুগ থেকেই ইবাদত হিসেবে প্রচলিত। ইসলাম কুরবানীকে শুধু একটি ঐতিহ্য নয়, বরং আল্লাহর আদেশের প্রতি একান্ত আনুগত্য এবং ত্যাগের প্রতীক হিসেবেই বিবেচনা করে। এই অধ্যায়ে কুরবানীর উৎপত্তি, বিকাশ এবং বিভিন্ন যুগে এর প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. নবী আদম (আ.) এর যুগে কুরবানীর সূচনা

কুরবানীর প্রথম দলিল পাওয়া যায় নবী আদম (আ.) এর দুই পুত্র—হাবীল ও কাবীলের কুরবানীর ঘটনায়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তুমি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের ঘটনাটি সত্যসহ বর্ণনা কর—যখন তারা কুরবানী পেশ করেছিল। তাদের একজনের কুরবানী গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অন্যজনের গ্রহণ করা হয়নি।” (সূরা আল-মায়িদাহ, ৫:২৭)

এই ঘটনা থেকে জানা যায়:

কুরবানী আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি ইবাদত ছিল।

আল্লাহ কেবল খাঁটি নিয়ত ও তাকওয়াওয়ালা ব্যক্তির কুরবানী গ্রহণ করেন।

কুরবানীর গুরুত্ব মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠিত।

২. বিভিন্ন নবুতি যুগে কুরবানীর প্রচলন

নবী নুহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.) সহ বিভিন্ন নবীর শরীয়তে কুরবানী ইবাদত ছিল। এটি প্রমাণ করে কুরবানী কোনো নতুন বিধান নয়, বরং এটি সকল যুগের ঈমানদারদের ইবাদত ছিল।

৩. নবী ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) এর ত্যাগ—কুরবানীর কেন্দ্রীয় ইতিহাস

ইসলামে কুরবানীর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক আলোচিত ঘটনা হলো নবী ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) এর কুরবানীর ঘটনা। এটি কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আত্মত্যাগের প্রতীক।

ঘটনার সারমর্ম:

ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখেন যে তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইল (আ.) কে আল্লাহর পথে কুরবানী করছেন।

তিনি স্বপ্নটি আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করেন।

ইসমাইল (আ.) বলেন: “পিতা! আপনি যা আদেশ পেয়েছেন তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।”

তাঁরা উভয়েই আদেশ পালন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলে, আল্লাহ ইসমাইল (আ.) এর স্থলে জান্নাত থেকে একটি পশু পাঠান।

আল্লাহ বলেন: "আমি ইসমাইলের পরিবর্তে এক মহান কুরবানী দ্বারা তাকে মুক্তি দিলাম।" (সূরা আস-সাফফাত, ৩৭:১০৭)

এই ঘটনাই মুসলমানদের কুরবানীর উৎস।

৪. মক্কার আরবদের মাঝে কুরবানীর প্রচলন

ইসলাম আগমনের পূর্বেও আরবদের মাঝে কুরবানী ছিল, তবে তারা এতে শিরক, মূর্তিপূজা এবং বিকৃত রীতি যুক্ত করেছিল। উদাহরণ:

পশুর রক্ত মূর্তির মাথায় লাগানো

মূর্তির নামে পশু জবাই করা

নির্দিষ্ট পশুর গা খুলে দেওয়া (বাহীরা, সাইবা, হাম ইত্যাদি)

ইসলাম এগুলো বাতিল করে কুরবানীকে তাওহীদ ও খাঁটি ইবাদতের ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

৫. রাসূল ﷺ এর যুগে কুরবানীর প্রতিষ্ঠা

নবী মুহাম্মদ ﷺ কুরবানীকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইবাদত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে, পরিবারের পক্ষ থেকে, এমনকি তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকেও কুরবানী করতেন।

হাদীস থেকে জানা যায়:

রাসূল ﷺ প্রতি বছর কুরবানী করেছেন।

তিনি দুটি শিংযুক্ত সাদা-কালো রঙের ভেড়া জবাই করতেন।

একটিকে নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে এবং অন্যটিকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে উৎসর্গ করতেন।

৬. কুরবানীর বর্তমান রূপ

আজকের মুসলিম উম্মাহ নবী ﷺ এর সুন্নাহ অনুসরণ করে একই নিয়মে কুরবানী করে থাকে। শরীয়তের শর্ত, সময়, পশুর ধরন এবং বণ্টন পদ্ধতি—সবই নবী ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী অনুমোদিত।

কুরবানীর ইতিহাস প্রমাণ করে:

এটি মানবজাতির প্রাচীনতম ইবাদতগুলোর একটি।

এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ত্যাগ।

মুসলিম উম্মাহ আজও সেই ঐতিহ্য অটুট রেখেছে।

অধ্যায় ৩: কুরবানীর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

কুরবানী ইসলামের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত, যার ভেতরে নিহিত রয়েছে ত্যাগ, তাকওয়া, সামাজিক সহযোগিতা এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য। কুরবানীর

উদ্দেশ্য শুধু পশু জবাই নয়; বরং এটি মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক মহৎ মাধ্যম।

১. আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন

কুরবানীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন। এটি ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নাহ এবং আল্লাহর আদেশের প্রতি পূর্ণ সমর্পণের প্রকাশ।

আল্লাহ বলেন: "তোমাদের কুরবানীর গোশত বা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৩৭)

এ থেকে বোঝা যায়, কুরবানীর মর্মার্থ হলো আল্লাহভীতি এবং অন্তরের খাঁটি নিবেদন।

২. ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাইল (আ.) এর ত্যাগের স্মরণ

কুরবানী আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মহান ঘটনা—যেখানে পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহর পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই ঘটনা মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের উদাহরণ।

কুরবানী করার মাধ্যমে মুসলমান এই আত্মত্যাগের ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে।

৩. নিয়তের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা

কুরবানী বান্দার নিয়তকে খাঁটি করার একটি ইবাদত। এতে রিয়া, অহংকার বা প্রদর্শন নিষিদ্ধ। কুরবানীর লক্ষ্য হলো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।

পরম্পরায় আলেমগণ বলেন— কুরবানী আল্লাহর দীনকে প্রাধান্য দেওয়ার পরীক্ষা।

৪. সমাজে সহযোগিতা ও দানশীলতার প্রসার

কুরবানীর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজে দান, ভাগাভাগি এবং সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা।

গরিব-মিসকিনরা গোশত পেয়ে উপকৃত হয়।

ধনী-দরিদ্র একসাথে আনন্দ ভাগ করে।

সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

ইসলামে কুরবানীর গোশত তিনভাগে বণ্টনের নির্দেশ এরই প্রতিফলন।

৫. নফস ও লোভ দমন

মানুষের ভেতরের লোভ, সম্পদের প্রতি আসক্তি এবং নফসের বাঁধন ভাঙতে কুরবানী কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

ত্যাগ ছাড়া প্রকৃত ঈমান সম্পূর্ণ হয় না। কুরবানী শেখায় যে দুনিয়ার কোনো বিষয় আল্লাহর আনুগত্যের চেয়ে বড় নয়।

৬. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

কুরবানী একটি কুরবত বা "নিকটবর্তী হওয়ার উপায়।" তাই এর আরবি নামই নুসুক বা উধহিয়া।

যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কুরবানী করে, সে আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করে। হাদীসে এসেছে: "কুরবানীর পশুর রক্তবান্দার নিকট পড়ে যাওয়ার আগেই আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়।" (তিরমিজি)

৭. উম্মতের ঐক্য ও সুন্নাহর অনুসরণ

সমগ্র বিশ্বের মুসলমান একই দিন কুরবানী করে, যা উম্মাহর ঐক্যের একটি বিশাল প্রকাশ। রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ জীবিত রাখা ইবাদতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৮. দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কার অর্জন

দুনিয়ায় আল্লাহর বরকত, সহজতা ও সহায়তা লাভ হয়।

আখিরাতে কুরবানীর পশু সুপারিশ করবে বলে হাদীসে উল্লেখ আছে।

সংক্ষেপে, কুরবানীর গুরুত্ব

কুরবানী হলো—

আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা

তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম

ত্যাগের পরীক্ষা

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

সুন্নাহ রক্ষা

উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক

অতএব, কুরবানী এমন একটি ইবাদত যা ব্যক্তি, সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনে অত্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলে।

অধ্যায় ৪: কুরবানীর সাথে সম্পর্কিত কুরআনের দলিল

কুরবানীর বিধান কুরআনের বহু আয়াতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। এসব আয়াত কুরবানীর গুরুত্ব, উদ্দেশ্য, বিধান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরে। এই অধ্যায়ে কুরবানী সম্পর্কিত প্রধান কুরআনীয় প্রমাণসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. সূরা আল-কাউসার: কুরবানীর সরাসরি নির্দেশ

আল্লাহ বলেন: "অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড় এবং কুরবানী কর।" (সূরা আল-কাউসার, ১০৮:২)

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়:

কুরবানী আল্লাহর আদেশ।

এটি নামাজের মতোই আল্লাহর নৈকট্যের ইবাদত।

কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাওহীদ প্রতিষ্ঠা।

২. সূরা আল-হাজ্জ: কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য

আল্লাহ বলেন: "তোমাদের কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।" (হাজ্জ ২২:৩৭)

এ আয়াতের মূল শিক্ষা:

কুরবানীর মূল্য গোশতের পরিমাণে নয়।

প্রকৃত মূল্য নিহিত থাকে তাকওয়া, নিয়ত ও আল্লাহর ভয়ভক্তিতে।

৩. প্রতিটি উম্মতের জন্য কুরবানী বিধান ছিল

আল্লাহ বলেন: "আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া পশুর ওপর তাঁর নাম স্মরণ করতে পারে।" (হাজ্জ ২২:৩৪)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়:

কুরবানী শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নয়।

পূর্ববর্তী সকল উম্মতের শরীয়তে কুরবানী ছিল।

৪. কুরবানীর সময় নির্ধারণ

আল্লাহ বলেন: "নির্দিষ্ট দিনসমূহে তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করবে।" (হাজ্জ ২২:২৮)

উলামাদের মতে:

"নির্দিষ্ট দিনসমূহ" বলতে ঈদুল-আযহা ও তাশরীক-এর দিন (১০, ১১, ১২ জিলহজ্জ) বোঝানো হয়েছে।

এই সময়ের মধ্যেই কুরবানী জবাই করতে হয়।

৫. কুরবানীর পশু আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ বলেন: “এগুলো (কুরবানীর পশু) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত; তোমরা এগুলো জবাই করার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করো।” (হাজ্জ ২২:৩৬)

এখানে কুরবানীর পশুকে ‘নিদর্শন’ (Sha'air) বলা হয়েছে, যা এর সম্মান ও গুরুত্বকে স্পষ্ট করে।

৬. কুরবানীর পশুর ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ

আল্লাহ বলেন: “যখন তারা (পশু) সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তোমরা এগুলোর ওপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করে জবাই করো।” (হাজ্জ ২২:৩৬)

এ আয়াত নির্দেশ করে:

পশুকে সঠিকভাবে সাজিয়ে রাখা সুন্নাহ।

আল্লাহর নাম ছাড়া জবাই বৈধ নয়।

৭. কুরবানীর গোশত ভাগাভাগি করার নির্দেশ

আল্লাহ বলেন: “সেগুলো থেকে তোমরা খাও এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্রকে খাওয়াও।” (হাজ্জ ২২:৩৬)

এ আয়াতে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়:

কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নাহ।

গরিব-দরিদ্রকে খাওয়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

দান-সদকা ও সামাজিক সহযোগিতা কুরবানীর অংশ।

৮. তাকওয়া ও কুরবানীর সম্পর্ক

আল্লাহ বলেন: “যারা আল্লাহর সীমা-নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে—তা তাদের হৃদয়ের তাকওয়া থেকে আসে।” (হাজ্জ ২২:৩২)

এ আয়াত স্পষ্ট করে যে:

কুরবানীসহ সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন।

আল্লাহর দেয়া বিধানসমূহকে সম্মান করা ঈমানের দাবি।

৯. কুরবানীতে শিরক নিষিদ্ধ

আল্লাহ বলেন: “তোমরা আল্লাহর জন্যই কুরবানী করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না।” (আন'আম ৬:১৬২)

এটি প্রমাণ করে:

কুরবানী সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া আবশ্যক।

রিয়া, লোক দেখানো বা অন্য কারো নামে কুরবানী করা সম্পূর্ণ haram।

সারসংক্ষেপ

কুরআনের আয়াতসমূহ কুরবানীর যে বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করে তা হলো:

কুরবানী আল্লাহর আদেশ।

এর উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন।

কুরবানী পূর্বের উম্মতগুলোতেও ছিল।

কুরবানীর পশু আল্লাহর নিদর্শন।

নির্দিষ্ট সময় ও নিয়মে কুরবানী করতে হবে।

কুরবানী সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করে।

এ অধ্যায় থেকে বোঝা যায় যে কুরবানীর বিধান কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্ট ও শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যায় ৫: কুরবানীর সাথে সম্পর্কিত হাদীসের দলিল

কুরবানী সম্পর্কে অসংখ্য সহিহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা এই ইবাদতের গুরুত্ব, পদ্ধতি, বিধান এবং ফজিলত স্পষ্ট করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে জীবনভর কুরবানী করেছেন এবং সাহাবীদেরও উৎসাহিত করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা কুরবানী সম্পর্কিত প্রধান সহিহ হাদীসসমূহ আলোচনা করব।

১. কুরবানী করার উৎসাহ

রাসূল ﷺ বলেন: “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদের নামাজের স্থানে না আসে।” (ইবনে মাজাহ)

এ হাদীস প্রমাণ করে:

কুরবানী অত্যন্ত জোরালো সুন্নাহ।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করা নিন্দনীয়।

২. কুরবানীর পশু জবাই করার সময়

নবী ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের আগে কুরবানী করল, তাকে কুরবানী পুনরায় করতে হবে।" (বুখারি)

এখান থেকে বোঝা যায়:

কুরবানী ঈদের নামাজের পরই করা যায়।

সময়ের শর্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. রাসূল ﷺ এর কুরবানী করার পদ্ধতি

আনাস (রা.) বলেন: "নবী ﷺ দুটি সাদা-কালো শিংওয়ালা ভেড়া কুরবানী করতেন। তিনি নিজ হাতে জবাই করতেন, বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করতেন এবং তাকওয়া ও আল্লাহর নৈকট্যের নিয়ত প্রকাশ করতেন।" (বুখারি, মুসলিম)

এটি প্রমাণ করে:

নিজের হাতে জবাই করা সুন্নাহ।

আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ওয়াজিব।

৪. কুরবানীর নিয়ত

নবী ﷺ বলেন: “কর্মসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।” (বুখারি)

কুরবানীতে নিয়ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ইবাদত।

৫. কুরবানীর পশুর ফজিলত

রাসূল ﷺ বলেন: “কুরবানীর পশু কিয়ামতের দিন তার শিং, লোম ও খুরসহ উপস্থিত হবে। পশুর রক্ত ভূমিতে পড়ার আগেই আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায়।” (তিরমিজি)

এ হাদীস বোঝায়:

কুরবানীর প্রতিটি অংশে সওয়াব রয়েছে।

আন্তরিকতার মাধ্যমে কুরবানী আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

৬. কুরবানীর অংশীদারিত্ব

রাসূল ﷺ বলেছেন: “একটি উট বা গরু সাতজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট।” (মুসলিম)

এ থেকে বোঝা যায়:

গরু বা উটে সাতজন পর্যন্ত অংশীদার হতে পারে।

অংশীদারদের নিয়ত খাঁটি হতে হবে।

৭. বয়ঃপ্রাপ্ত পশুর বিধান

রাসূল ﷺ বলেন: “চারটি পশু ছাড়া অন্য পশুর কুরবানী বৈধ নয় — ১) এক চোখ অন্ধ, ২) স্পষ্ট অসুস্থ, ৩) স্পষ্ট খোঁড়া, ৪) অস্থিমজ্জাহীন ও অত্যন্ত দুর্বল পশু।” (আবু দাউদ)

এ হাদীস কুরবানীর পশুর শর্ত নির্ধারণ করে।

৮. ধারালো যন্ত্র দিয়ে জবাই

রাসূল ﷺ বলেন: “জবাই করার সময় তোমরা যন্ত্র ধারালো করো এবং পশুকে কষ্ট দিও না।” (মুসলিম)

এটি পশুর প্রতি দয়া ও মানবিক আচরণের শিক্ষা দেয়।

৯. কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ

প্রথমদিকে নবী ﷺ তিন দিনের বেশি গোশত সংরক্ষণ নিষেধ করেছিলেন, পরে তা বাতিল করেন।

হাদীসে আছে: “আমি তোমাদের তিন দিনের বেশি গোশত জমা রাখতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা খেতে, জমা রাখতে ও সদকা করতে পারো।” (মুসলিম)

১০. কুরবানীর চামড়া, মাথা ও হাড়ের বিধান

নবী ﷺ বলেছেন: “কুরবানীর চামড়া বিক্রি করো না।” (হাকিম)

চামড়া দান করা যায়, কিন্তু বিক্রি করে টাকা নিজের কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

হাদীসসমূহ থেকে বোঝা যায়:

রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী কুরবানী করা অত্যন্ত জরুরি।

পশুর ধরন, সময়, পদ্ধতি ও লক্ষ্য সবই হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত।

কুরবানী তাকওয়া, ত্যাগ, দয়া ও আল্লাহর নৈকট্যের ইবাদত।

অধ্যায় ৬: কুরবানীর বিধান ও শর্তাবলি

কুরবানী একটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইবাদত, তবে অনেক আলিমের দৃষ্টিতে এটি সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব। এ অধ্যায়ে কুরবানীর বিধান, শর্ত, দায়িত্ব এবং গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

১. কুরবানীর হুকুম (বিধান)

ইসলামী ফকীহগণের মধ্যে কুরবানীর হুকুম নিয়ে মতভেদ রয়েছে:

(১) হানাফি মাযহাব:

সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী ওয়াজিব।

প্রমাণ: “সামর্থ্য থাকা ব্যক্তির কুরবানী না করা নিন্দনীয়” হাদীস।

(২) মালিকি, শাফেঈ ও হাম্বলি মাযহাব:

কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

সাহাবারা কখনও কখনও কুরবানী না করলে তা ওয়াজিব হলে তারা কখনোই ছেড়ে যেত না।

২. কার ওপর কুরবানী ওয়াজিব/সুন্নাহ হয়

যে ব্যক্তির মধ্যে নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ হবে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব বা সুন্নাহ হবে:

মুসলিম হতে হবে।

বালেগ হতে হবে।

আযাদ (দাস নয়) হতে হবে।

নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে।

মুসাফির না হওয়া—হানাফি মতে।

৩. নেসাব পরিমাণ সম্পদের শর্ত

কুরবানীর নেসাব হলো:

সাড়ে ৫২.৫ তোলা রূপা, বা তার সমমূল্যের টাকা-পয়সা/সঞ্চয়/ব্যবসায়িক সম্পদ।

এই সম্পদ হাওল পূর্ণ হওয়া জরুরি নয় (হানাফি মতে)।

শুধু সেই বছর কুরবানীর সময় নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা যথেষ্ট।

৪. কুরবানীর সময়

কুরবানীর সময় হলো—

১০ জিলহজ্জ ঈদের নামাজের পর শুরু।

১১ ও ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত।

৫. কুরবানী করার নিয়ত

যেহেতু কুরবানী ইবাদত, তাই নিয়ত শর্ত।

নিয়ত হৃদয়ে করতে হয়।

মুখে বলা সুন্নত।

উদাহরণ: "ইয়া আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করছি।"

৬. কুরবানীর পশুর বয়স

সঠিক বয়স না হলে কুরবানী গ্রহণযোগ্য হয় না। শর্ত:

গরু/মহিষ: কমপক্ষে ২ বছর পূর্ণ।

উট: ৫ বছর পূর্ণ।

ছাগল/ভেড়া: ১ বছর পূর্ণ।

তবে ৬ মাস বয়সী ভেড়া যদি দেখতে ১ বছরের মতো হয়—গৃহীত।

৭. পশুর স্বাস্থ্যগত শর্ত

নিম্নোক্ত ত্রুটি থাকলে কুরবানী বৈধ নয়:

1. এক চোখে অন্ধ।

2. খুবই খোঁড়া—চলতে অক্ষম।

3. খুবই অসুস্থ।

4. অত্যন্ত দুর্বল।

5. কান/লেজ পুরো কাটা।

6. দাঁতের বেশিরভাগ না থাকা।

যে ত্রুটিগুলো অসম্পূর্ণতা হলেও কুরবানী বৈধ:

শিং ভাঙা (অর্ধেকের কম)।

কান একটু কাটা।
লেজের কিছু অংশ নষ্ট।

৮. কুরবানীর পশুর মালিকানা

কুরবানীর পশু জবাই পর্যন্ত মালিকানায় থাকতে হবে।

ঋণের কারণে সম্পূর্ণ ঋণগ্রস্ত হলে কুরবানী ওয়াজিব হবে না।

৯. অংশীদারিত্বের নিয়ম

গরু/উট—সাত ভাগ পর্যন্ত ভাগ করা যায়। তবে শর্ত:

প্রত্যেকের নিয়ত আল্লাহর কাছে কুরবানী।

কোনো অংশ মাংসের ব্যবসা বা উদ্দেশ্য হলে পুরো কুরবানী বাতিল।

১০. কুরবানী করার স্থান

নিজের এলাকায় করা উত্তম।

বিদেশ বা অন্য জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া জায়েজ, তবে নিজের এলাকায় না করলে উত্তমতা কমে।

১১. নারীদের কুরবানী

নারী যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন—তাঁর ওপর কুরবানী ওয়াজিব।

স্বামীর কুরবানী স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট নয়—যদি স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে নেসাবদার হন।

১২. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী

জায়েজ:

যদি মৃত ব্যক্তি وصية (উইল) করে যান।

অথবা জীবিত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সদকার নিয়তে মৃতের জন্য কুরবানী করেন।

১৩. কুরবানীর পশু পরিবর্তন করা

কোনো কারণে পশু পরিবর্তনের দরকার হলে:

ভালো পশু নেওয়া উত্তম।

খারাপ পশু নিয়ে বদল করলে—মাকরূহ।

১৪. কুরবানী না করলে কাযা আছে কি?

হানাফি মতে:

হ্যাঁ, কুরবানী ওয়াজিব হলে না করলে কাযা হবে।

কাযা: কুরবানীর সমপরিমাণ টাকা গরিবকে দেওয়া।

সারসংক্ষেপ

কুরবানীর গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে:

সঠিক সময়

সঠিক পশু

সঠিক বয়স

সঠিক নিয়ত

শিরক/রিয়া থেকে মুক্ত থাকা

অতএব, কুরবানী শুধু একটি রীতি নয়; এটি নিয়ম-নীতি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে গঠিত পরিপূর্ণ একটি ইবাদত।

অধ্যায় ৭: কুরবানীর পশুর ধরন, বয়স ও ত্রুটি

অধ্যায় ৮: কুরবানীর সময় ও স্থান

অধ্যায় ৯: কুরবানীর নিয়ত ও পদ্ধতি

অধ্যায় ১০: কুরবানীর গোশত বণ্টন

অধ্যায় ১১: কুরবানীর বিশেষ মাসায়েল

উপসংহার

(পরবর্তী অংশ যোগ করার জন্য আমাকে বলুন: “লিখা চালিয়ে যাও” বা “পরের অধ্যায় দাও”)

অধ্যায় ৭: কুরবানীর জবাইয়ের নিয়ম ও সুন্নাহসমূহ

১. জবাইয়ের উদ্দেশ্য

কুরবানীর জবাই শুধু একটি পশু হত্যা নয়; বরং আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের একটি ইবাদত। জবাইয়ের সময় মুসলমানের মনে থাকতে হবে—এটি আল্লাহর আদেশ পালনের নিদর্শন।

২. জবাইয়ের স্থান

নিজ বাড়ির আঙিনা, খোলা মাঠ বা নির্দিষ্ট কুরবানীর স্থান।

রাস্তা, মসজিদ, জনসমাগমের পথ—মাকরূহ।

৩. জবাইকারীর যোগ্যতা

জবাইকারী হতে হবে:

মুসলিম বা আহলে কিতাব।

বালেগ ও সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন।

আল্লাহর নাম নিতে সক্ষম।

৪. জবাইয়ের সময় বয়ে (তাসমিয়া) বলা

জবাইয়ের সময় বলা সুন্নত:

“বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার” যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম না বলা হয়—মাংস হারাম।

৫. জবাইয়ের পদ্ধতি

জবাইয়ের মূল শর্ত:

গলা কেটে শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং দুই জুগুলার শিরা কাটা।

মেরুদণ্ড কাটা নিষেধ—কারণ এতে পশুকে অতিরিক্ত কষ্ট হয়।

৬. পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শনের সুন্নাহ

নবী ﷺ বলেছেন:

ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে।

পশুকে কাত করে আলতো করে শোয়াতে।

জবাইয়ের আগে পশুর সামনে ছুরি ধার না করতে।

অন্যান্য পশুর সামনে জবাই না করতে।

৭. জবাইয়ের পর করণীয়

সম্পূর্ণ রক্ত বের হতে দেওয়া।

কিবলামুখী করে শোয়ানো উত্তম।

পশু সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার আগে চামড়া না তোলা।

৮. একাধিক পশুর জবাইয়ের নিয়ম

যদি একাধিক পশু কুরবানী করা হয়:

প্রত্যেকটির জন্য আলাদা নিয়ত।

প্রথমে নিজের কুরবানীর পশু জবাই করা উত্তম।

৯. কুরবানীর প্রতিনিধিত্ব (ওকালত)

কারো হাতে কুরবানী দেওয়ার নিয়ম:

কাউকে দায়িত্ব দেওয়া জায়েজ।

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশ্বস্ত হওয়া উচিত।

পাঠানো টাকা/পশু সঠিকভাবে কুরবানীতে ব্যবহার করতে হবে।

১০. যেসব ভুল করলে কুরবানী নষ্ট হতে পারে

ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নাম না বলা।

পশুর সামনে ধারালো ছুরি না রাখা।

সময়ের আগে (ঈদের নামাজের আগে) জবাই করা।

অল্প বয়সী পশু কুরবানী করা।

সারসংক্ষেপ

জবাই একটি ইবাদত এবং অত্যন্ত সংবেদনশীল কাজ। তাই এতে করুণা, সুন্নাহর অনুসরণ এবং শরীয়তের নিয়ম মেনে চলাই কুরবানীর মূল সৌন্দর্য।

অধ্যায় ৮: কুরবানীর মাংস বণ্টন, ব্যবহার ও নিষেধাজ্ঞা

১. কুরবানীর মাংস বণ্টনের ইসলামি বিধান

ইসলামে কুরবানীর মাংস বণ্টনের একটি সুন্দর এবং ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি রয়েছে। সুন্নাহ অনুযায়ী মাংস তিনভাগে ভাগ করা উত্তম:

1. এক-তৃতীয়াংশ নিজের পরিবারের জন্য।

2. এক-তৃতীয়াংশ আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের জন্য।

3. এক-তৃতীয়াংশ গরিব-মিসকিনদের জন্য।

এটি সুন্নাহ; তবে বাধ্যতামূলক নয়। চাইলে একজন গরিব সমস্ত মাংস বাড়িতে রেখে দিতে পারে।

২. কারা কুরবানীর মাংস পেতে পারে

বণ্টনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের দেওয়া জায়েজ:

মুসলিম গরিব ও মিসকিন

আত্মীয়স্বজন (ধনী হোক বা গরিব)

প্রতিবেশী

বন্ধু, পরিচিত (মুসলিম)

অতিথি

৩. কারা কুরবানীর মাংস পাবে না

কোনোভাবেই মাংস দেওয়া যাবে না:

কাফেরকে (হানাফি মতে মাকরূহ; অন্য মাযহাবে আনুমোদন আছে)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বণ্টন সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা নেই, তারা একে অপরকে দিতে পারে

কুরবানীর চামড়া, মাংস, মাথা ইত্যাদি দিয়ে মজুরি পরিশোধ করা হারাম

৪. কুরবানীর মাংস বিক্রি করা

মাংস, চামড়া, মাথা, হাড়—কোনো কিছুই বিক্রি করা বৈধ নয়।

যদি বিক্রি করে ফেলা হয়—

টাকা গরিবকে সদকা করতে হবে।

৫. কুরবানীর চামড়ার নিয়ম

চামড়া ব্যবহার করা যাবে:

ঘরের কাজে

মাদুর/চটি তৈরি

ব্যাগ/বইয়ের কভার তৈরি

মাদরাসায় দান

চামড়া বিক্রি করা হারাম, তবে:

বিক্রি করে টাকা মসজিদ/মাদরাসা/গরিবদের দেওয়া যায় (হানাফি মাযহাবে এটি বৈধ)।

৬. কুরবানীর মাথা-পা বণ্টনের নিয়ম

আত্মীয়স্বজন ও গরিবদের দেওয়া যায়।

বাজারে বিক্রি করা নিষেধ।

৭. কুরবানীর মাংস সংরক্ষণ

কয়েকদিন বা মাসব্যাপী সংরক্ষণ করা জায়েজ।

হাদীসের প্রেক্ষাপট:

প্রথমে ৩ দিনের বেশি সংরক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল—কারণ তখন গরিব মুসলমানরা ছিল প্রচুর।

পরে নবী ﷺ বলেন: "এখন তোমরা চাইলে বছরের জন্যও সংরক্ষণ করতে পারো।"

৮. কুরবানীর মাংস রান্নার সুন্নাহ

প্রথম দিনে যকৃত/কলিজা খাওয়া মুস্তাহাব।

আল্লাহর শোকর আদায়ের niyyat করা।

৯. কুরবানীর মাংস খাওয়ার আদব

ডান হাতে খাওয়া

'বিসমিল্লাহ' বলা

অপচয় না করা

১০. গরিবকে মাংস দেওয়া কি ফরজ?

না, ফরজ নয়।

কুরবানীকারীর জন্য উত্তম হলো—গরিবদের অংশ দেওয়া।

১১. কুরবানীর মাংস উপহার

মাংস উপহার দেওয়া সুন্নাহ এবং সাহাবারা তা করতেন।

ধনী-গরিব উভয়কে দেওয়া যায়।

১২. বড় পশুর ক্ষেত্রে বণ্টন

যদি গরু বা উট সাতজন মিলে কুরবানী করেন:

প্রত্যেকের অংশ আলাদা আলাদা বণ্টন করা উত্তম।

চাইলে গরিবদেরও দিতে পারেন।

১৩. কুরবানীর হাড় ভাঙার বিধান

কিছু সংস্কৃতিতে কুরবানীর হাড় না ভাঙার প্রচলন আছে—এটি ইসলামে কোনো ভিত্তিহীন বিষয়।

হাড় ভাঙা, কাটা—সব বৈধ।

১৪. কুরবানীর চর্বি (fat) ব্যবহার

রান্নায়, সংরক্ষণে বা বিক্রি ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার বৈধ।

বিক্রি করলে টাকা গরিবকে দিতে হবে।

১৫. কুরবানীর মাংস দিয়ে ব্যবসা করা

মাংস দিয়ে ব্যবসা করা সম্পূর্ণ হারাম।

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কুরবানী হলে পুরো কুরবানী নষ্ট হয়।

সারসংক্ষেপ

কুরবানীর মাংস বণ্টন ইসলামের দান-সামাজিকতা, পরিবারের প্রয়োজন এবং ইবাদতের আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়। এটি কেবল একজনের নয়; পুরো সমাজের প্রতি কল্যাণমুখী একটি দায়িত্ব।

অধ্যায় ৯: কুরবানীর বিশেষ মাসায়েল ও বিভ্রান্তি

১. একাধিক কুরবানী এক ব্যক্তি করতে পারে কি?

হ্যাঁ, যদি সামর্থ্য থাকে।

প্রত্যেকটি কুরবানীর জন্য আলাদা নিয়ত।

২. অন্যের জন্য কুরবানী করা (ওকালত)

কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েজ।

ওকালতপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশ্বস্ত হতে হবে।

পশু বা টাকা ঠিকমত কুরবানীতে ব্যয় করতে হবে।

৩. মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী

হুকুম: জায়েজ।

নিয়ম: মৃত ব্যক্তি وصية (উইল) করে যান বা জীবিত ব্যক্তি সদকার উদ্দেশ্যে দান করে।

নিয়ত মৃতের উদ্দেশ্যে করতে হবে।

৪. নারীদের কুরবানী

নারী যদি নেসাবের মালিক হন, তাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব বা সুন্নাহ।

স্বামী নিজস্ব কুরবানীর মাধ্যমে স্ত্রীকে পর্যাপ্ত করতে পারে না।

৫. শিশুর পক্ষ থেকে কুরবানী

ওয়াজিব নয়।

তবে অভিভাবককে পয়সা/পশু দিয়ে শিখানো ও দান করা জায়েজ।

৬. দাস/ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে কুরবানী

দাসের পক্ষ থেকে কুরবানী হতে পারে মালিকের অনুমতিতে।

দাস নিজে কুরবানী করতে পারে না।

৭. কুরবানীর পশুর যোগ্যতা সংক্রান্ত মাসায়েল

1. এক চোখ অন্ধ, খোঁড়া, খুব দুর্বল—বৈধ নয়।

2. আংশিক ত্রুটি: (ছোট কাটা শিং, লেজ/কান) বৈধ।

3. বাচ্চা ভেড়া/ছাগল বয়স ৬ মাস হলেও কিছু শর্ত পূর্ণ হলে বৈধ।

৮. ঈদের নামাজের আগে কুরবানী করা

হানাফি মতে: বৈধ তবে সুন্নাহ নয়।

অন্য মাযহাবে: ঈদের নামাজের পরই কুরবানী করা উত্তম।

৯. কুরবানীর পশু একত্রে জবাই করা

সম্ভব, তবে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা নিয়ত।

অন্য পশুর পাশে জবাই করা সুন্নাহ নয়, তবে বৈধ।

১০. কুরবানী বিক্রি বা ব্যবসা উদ্দেশ্যে করা

সম্পূর্ণ হারাম।

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হলে পুরো কুরবানী বাতিল।

১১. পশুর জন্য কিছু অপব্যবহার

জবাই আগে অতিরিক্ত চাপ দেয়া

পশুকে নির্যাতন করা

পাশের পশুর সামনে জবাই করা সব মাকরূহ বা হারাম।

১২. কুরবানীর মাসায়েল সংক্ষেপে

নিয়ত অবশ্যই খাঁটি হতে হবে।

সময় (১০-১২ জিলহজ্জ) পালন করতে হবে।

পশুর স্বাস্থ্য, বয়স ও ধরন অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

বিক্রি বা ব্যবসা উদ্দেশ্যে কুরবানী করা হারাম।

দান ও বণ্টন সামাজিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুন্নাহ।

নারীদের ও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী জায়েজ।

শিশু ও দাসের পক্ষ থেকে কুরবানী অভিভাবক বা মালিকের মাধ্যমে করা উচিত।

উপসংহার

কুরবানী ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি শুধু পশু জবাই নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিঃশর্ত আনুগত্য, ত্যাগ, তাকওয়া, দানশীলতা ও সামাজিক সহযোগিতার একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত। কুরবানীর ইতিহাস নবী আদম (আ.) থেকে নবী মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রতিটি যুগে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে পালন করা হয়েছে।

কুরআন ও হাদীস স্পষ্টভাবে কুরবানীর গুরুত্ব, নিয়ম, সময়, পশুর শর্ত, নিয়ত এবং বণ্টনের নির্দেশনা প্রদান করেছে। মুসলিম উম্মাহর জন্য কুরবানী শুধু একটি সুন্নাহ নয়; সামর্থ্যবানদের জন্য ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য হলো:

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

আত্মত্যাগ ও ত্যাগের শিক্ষা

দুনিয়া ও আখিরাতে বরকত

সামাজিক সহযোগিতা ও দানশীলতা

সুন্নাহ অনুসরণ এবং উম্মাহর ঐক্য স্থাপন

সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে কুরবানী করা একটি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত এবং মুসলিম জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। প্রত্যেক মুসলিমকে কুরবানী সম্পর্কিত সমস্ত বিধান, সুন্নাহ এবং মাসায়েল ভালোভাবে জানা ও অনুসরণ করা উচিত।